১ম হয়েও ডেন্টালে ভর্তি হবেন না রাজশাহীর অর্থী

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ২০:৪৭, ৭ মে ২০২৩

অর্থী ঘোষ

সরকারি ও বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের (বিডিএস) ২০২২-২৩ সেশনের প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছেন অর্থী ঘোষ। কিন্তু দেশসেরা হয়েও অর্থী ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হতে চান না।

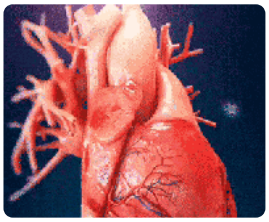

6 দিনের মধ্যে রক্তনালী 18 বছর বয়সের মতো হবে!
প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এটি করুন

6 দিনের মধ্যে রক্তনালী 18 বছর বয়সের মতো হবে!
প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এটি করুন

অর্থী এর আগে তিনি এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় ১১৬তম হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে (ঢামেক) ভর্তি হয়েছেন। তিনি বলেন, ‘৩৭ হাজারের অধিক শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে সারাদেশে জাতীয় মেধায় প্রথম হওয়া আমার জন্য অনেক বড় একটা অর্জন। আমি কখনো ভাবতেও পারিনি যে আমি ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হবো।’

অর্থী ঘোষ

ডেন্টালে ভর্তি না হলেও ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার বিষয়ে অর্থী ঘোষ বলেন, ‘সবাই পরীক্ষা দেয়, আমিও একটু দিলাম। এতে করে নিজের অবস্থানটা যাচাই করলাম। আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ইতোমধ্যেই ভর্তি আছি। আমার আপাতত পরিকল্পনা, সেখানেই থাকব। ডেন্টালে ভর্তি হওয়ার

বিষয়ে আপাতত ভাবছি না। কারণ, আমি যদি এমবিবিএস পড়ি তাহলে যে কোনো ধরনেরই চিকিৎসক আমি হতে পারব। আর যদি ডেন্টালে ভর্তি হই, আমি শুধুমাত্র ডেন্টিস্ট হতে পারব।'

রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানাধীন ঘোড়ামারার দড়িখরবোনা এলাকায় জন্ম অর্থী ঘোষের। তার বাবা সুশীল কুমার ঘোষ একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। মা আতসী সাহা গৃহিণী। সরকারি পিএন গার্লস স্কুল থেকে ২০২০ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে এসএসসি পাস করেন অর্থী। ২০২২ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন তিনি।

ঈর্ষণীয় এমন সাফল্যের রহস্য জানতে চাইলে অর্থী বলেন, ‘স্টুডেন্ট লাইফের প্রথম থেকে আমি রেগুলার পড়াশোনা করতাম। পড়াশোনায় রেগুলারিটি মেইনটেইন করতাম। বিশেষ করে পরীক্ষাগুলো কখনই মিস করতাম না। বরং নিজ উদ্যোগেও বাসায় পরীক্ষা দিতাম। আমি মনে করি যে কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত ও মনযোগী পড়াশোনা সেরা বানিয়ে দিতে পারে।’

তিনি বলেন, ‘মাত্র ৫৪০টি সিটের বিপরীতে ৩৭ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি ডেন্টালে বড় একটা অংশ উত্তীর্ণ হবে না। তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলব যে, কোনোভাবেই আত্মবিশ্বাস হারানো যাবে না। সামনে যে পরীক্ষাগুলো আছে সেগুলোতে যেন যে কোনো মূল্যে চান্স পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করতে হবে।’

চিকিৎসা পেশায় আসার প্রসঙ্গে অর্থী বলেন, ‘আমার দৃষ্টিতে চিকিৎসা পেশা একটি মহান পেশা। এই পেশার মাধ্যমে মানুষের সেবা করার অনেক সুযোগ। একজন রোগী যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছায়, তখন একমাত্র চিকিৎসকই পারেন তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। এই বিষয়টি আমার কাছে দারুণ লাগে। এসব কারণেই আমি ছোটবেলা থেকে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম।’